চিত্রযুগের

পিতাপুত্র

পরিবেশনা · মিতালী ফিল্মস

কাহিনী

কদমডাঙ্গার জমিদার, পাটনার পুলিশ কমিশনার দোর্দন্ত প্রতাপ শশাঙ্ক চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর হৈম চৌধুরীর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন আর আশা ছিল তাঁদের একমাত্র পুত্র কলকাতায় ডাক্তারী পাঠরত অশোককে বিদেশ থেকে ডাক্তারী শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে, অনেক বড় ডাক্তার করে নিজেদের মনের মত করে গড়ে তুলে, পুত্রবধূ ঘরে এনে, বাকি জীবনটা কদমডাঙ্গার পৈত্রিক ভিটেয় শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁদের সেই আশা আর স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন শিলাস্তপের আঘাতে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যখন অশোক তার পিতার মনোনীত পাত্রীকে মূর্খ, কুৎসিত বলে বিয়ে করতে অস্বীকার করল।

শশাঙ্ক চৌধুরী পুত্রের এই মিথ্যে কথায় ও অবাধ্যতায় রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি তাঁর সহপাঠী ও বাল্য বন্ধু গ্রামের হরিহর পণ্ডিতের স্বর্গতদাদা শশী পণ্ডিতের মেয়ে মহাশ্বেতার রূপে, গুণে, গানে মুগ্ধ হয়ে তবে এই বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এসেছিলেন।

অপরদিকে হরিহর পণ্ডিতের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন হরিহর পণ্ডিতের ভাষায় তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী চামুণ্ডা ওর:ফ মানদা দেবী, এত বড়লোক, এত ভাল পাত্র হাত ছাড়া করার জন্য। ঝংকার দিয়ে উঠেছিলেন মানদা দেবী তাঁর স্বামীর উপর— "নিজের মেয়ে ঘরে থুবড়ু হয়ে বসে রইল আর উনি পরের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে এলেন।" হরিহর পণ্ডিত রাগে, বিরক্ত অতিষ্ঠ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—"ধুত্তোর তোমার, শশাঙ্ক মহাশ্বেতাকে পছন্দ করছে, তা আমি কি করব? ওনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করবেন,

মেয়ে তো নয় যেন রক্ষেকালীর বাচ্ছা।" রাগে প্রতিহিংসায় মানদা দেবী ওরফে শ্রীমতী চামুণ্ডা মনে মনে চক্রান্ত এ টেছিলেন।

"পিতা পুত্র" নাটকের পরের পাতায় অশোক তখন তার কলেজের সহপাঠী, বর্তমানে ছোট্ট এক ষ্টেশনারী দোকানের মালিক সুশান্ত ভট্টাচার্য্যের একমাত্র বোন প্রখ্যাত গায়িকা ঝুলনকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন স্বপ্নে আবেশে বিভোর, তন্ময়। পিতা পুত্রের জীবন নাট্যের নাটক চরম ক্লাইমেক্সে উঠল যখন অশোক তার পিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে জীবনযুদ্ধে বাঁচার জন্য তার হস্‌পিটালের মেসে গিয়ে উঠল। স্বামীকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিফল হয়ে মাতৃ-স্নেহের আবেগে নিরুপায় হৈম দেবী লুকিয়ে ঝুলন ও অশোকের বিয়েতে পূর্ণ সম্মতি দিয়ে, অশোকে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনার সব কিছু জানিয়ে সুশান্তকে এক চিঠি দিলেন।

পাথরের মূর্ত্তির মত দাড়িয়ে থাকেন শশাঙ্ক চৌধুরী অশোকের বিয়ের খবর পেয়ে। সুদীর্ঘ জীবনে যিনি কারও কাছে পরাজিত হননি, পুত্রের কাছে এই চরম ও অভাবিত পরাজয়ের গ্লানিতে সেই শশাঙ্ক চৌধুরী বিস্ময়ে, অপমানে, নিষ্ফল আক্রোশে ছট্‌ফট্ করতে থাকেন। পরাজয়ের বেদনাও ক্ষত সারাতে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তীর্থে তীর্থে। জীবন নাট্যের শেষ পরিচ্ছেদে সব তীর্থ ঘুরে অবশেষে তাঁরা আসেন বেনারসধামে। একদিন শশাঙ্ক চৌধুরী ও হৈম দেবী তাঁদের হোটেলে ফিরেছিলেন টাঙ্গা করে। হঠাৎ পাশের কোন বাড়ী থেকে সুমিষ্ট ও সুরেলাকণ্ঠের গান ভেসে আসে,—"প্রভুজী তুমি দাও দরশন।" শশাঙ্ক চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক হন। কোথায় যেন তিনি এ গান শুনেছেন, অতি পরিচিত, অতি চেনা গলা। টাঙ্গা থামাতে বলেন তিনি টাঙ্গা ওয়ালাকে। তাঁরা এগিয়ে চলেন সেই গানের সুর লক্ষ্য করে। না, শশাঙ্ক চৌধুরী ভুল করেননি, এই সেই মহাশ্বেতা। যা'র সঙ্গে একদা তিনি তা'র ছেলের বিয়ে দেবেন বলে পাকা কথা দিয়েছিলেন। খুশীতে, আনন্দে ঝলমল করে ওঠে মহাশ্বেতার সুন্দর মুখ। বিস্মিত হন হৈম দেবী, স্বামীকে প্রশ্ন করেন—"এমন সুন্দর মেয়েকে খোকা পছন্দ করল না।"

মহাশ্বেতা হৈম ও শশাঙ্ককে সাদরে নিয়ে গিয়ে বসায় তাদের ছোট্ট, সুন্দর, সুসজ্জিত ঘরটিতে। তারপর শশাঙ্কর প্রিয় খাবার নারকোল ও মুড়ির যোগাড় করতে যায় মহাশ্বেতা রান্নাঘরে। হঠাৎ ঘরের এক কোনের দেওয়ালে একটি ছবির দিকে নজর পড়তেই হৈম দেবী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান কয়েক মুহূর্ত্ত, তারপর জীবনের সব হারিয়ে ও সব পাওয়ার আনন্দে চীৎকার করে স্বামীকে ডাকেন—স্ত্রীর চীৎকারে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি উঠে যান তার কাছে। তিনিও স্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তি, হতবাক ও বিস্মিত। ঝুলন ও অবাক বৃদ্ধ দম্পতির অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে।···কিন্তু কেন, তা'র জবাব পাবেন পর্দার বুকে।

গান

(১)

তুমি কত সুন্দর
কে যেন আমারে ব'লে যায়
তুমি কত সুন্দর
জানি ওগো সে যে তুমি
সুন্দর করে দেখেছ তুমি আমায়
কে যেন আমারে বলে যায়
তোমার বাঁশিতে বাজে কি
বলো আমার গানের ছন্দ
বাতাসে আমি যে পেয়েছি
সেকি তোমারি মালার গন্ধ
বলো না.....বলো না.....
তোমার ফাগুন এ জীবনে কারে চায়
কে যেন আমারে বলে যায়
আজ বারে বারে মনে হয় ছিল দোঁহে পরিচয়
শুধু এ জনমে নয় বারে বারে মনে হয়
আমার দিবস রজনী শুধু তোমার আবেশে মগ্ন
তুমি কি মাধবী নিশীথে বলো দেখেছ আমার স্বপ্ন
হৃদয় তোমার দোলে কার ভাবনায়
কে যেন আমারে বলে যায়
তুমি কত সুন্দর।

(২)

উঁ হু হুঁ, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ উঁ হুঁ হুঁ - হুঁ হুঁ হু
ভোরের আলোয় পড়ল তোমায় মনে
ভোরের আলোয়
সারাটি রাত স্বপ্নে আমার ছিলে গো
সারাটি রাত স্বপ্নে আমার ছিলে, এলে জাগরণে
তোমারি গান পাখিরা গায় সুখে
তোমারি মুখ দেখি ওগো দেখি ফুলের মুখে
তোমারি গান পাখিরা গায় সুখে
অনুরাগের ছোঁয়া তোমার পাই যে সমীরণে
তোমার কথা ভাবতে লাগে ভালো, ভালো লাগে
আমার ভুবন তাইতো আলোয় আলো ভাবতে
লাগে ভালো
হয়ত তুমি এমন সোনার ভোরে
কাজ ভুলেছ ওগো তুমি আমায় মনে করে
উদাস চোখে রয়েছ কি দাঁড়িয়ে বাতায়ণে
ভোরের আলোয়
এই ভোরের আলোয় পড়ল তোমায় মনে

(৩)

প্রভুজী, প্রভুজী, প্রভুজী, তুমি দাও দরশণ
প্রভুজী তুমি দাও দরশণ
আশায় আশায় জেগে আছে দুটী পিয়াসী নয়ন
প্রভুজী তুমি দাও দরশণ
জনমে জনমে আমি তোমারি
বারি আমি প্রভু তুমি চন্দন
দাও দরশণ
কে আছে আমার বল জীবনে মরণে
শরণ নিয়েছি তোমারি চরণে
তুমি ছাড়া সুখ নাহি তুমি ছাড়া কে আপন
প্রভুজী তুমি দাও দরশণ
তুমি ধ্রব তারা পথের আঁধারে
তব প্রেম জ্যোতি দেখাও আমারে
মীরার প্রভু ওগো গিরিধারী নাগর
মীরার প্রভু তুমি মীরার প্রভু
মীরার প্রভু ওগো গিরিধারী নাগর
তোমায় আমায় চির বন্ধন
প্রভুজী তুমি দাও দরশণ
প্রভুজী প্রভুজী প্রভুজী তুমি দাও দরশণ

(৪)

তোমায় আমায় মিলে বাঁধবো যেথা ঘর
সেই দেশে যাই আমি সেই দেশে যাই
আহা হা হা হা হা হা হা হা
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—
আহা সেই দেশে দু'জনায় স্বপ্ন দিয়ে
বাঁধবো বাসা তরুছায়
জীবনের স্বর্গ যে গড়বো মোরা
আমার মাটির আঙিনায়
ছন্দে সুরে হৃদয় জুড়ে
ফাগুণের বাঁশী সে বাজবে সদাই
গান গেয়ে যাই আমি সেই দেশে যাই
মোর স্বপ্নপুরীর সাত মহলে
ইন্দ্রধনুর দীপ জ্বালা
সেইখানে মধুনিশি জাগবো
ওগো মধুমালা
আহা সেই দেশে চিরদিন ফুলের হাসি
বসন্ত হয়নাকো শেষ

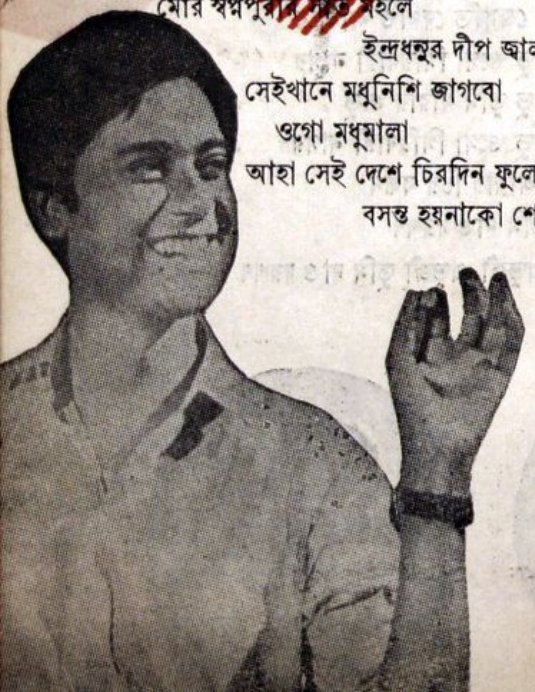

জীবনের সুর হয় মিলন মধুর
ফুরায় নাকো তারি রেশ
স্বপ্নে গড়া আশায় ভরা
সে দেশে মেটে যে সব কামনাই
মন বলে যাই আমি সেই দেশে যাই।

(৫)

তীর বেঁধা পাখি আর
গাইবে না গান।
ভুলে গেছে জীবনের
হাসি কলতান॥
হাসি ছিল গান ছিল সাথী ছিল সাথে
বুঝিনি তো তীর ছিল নিয়তির হাতে
দুদিনের মধুমেলা হলো অবসান
তীর বেঁধা পাখি আর গাইবেনা গান
বুকে লয়ে অভিমান নীরব হয়েছে ভালবাসা
চোখে তবু আসে জল অশ্রু যে ব্যথার ভাষা
এ জীবনে মালা গেঁথে কেন ছিঁড়ে ফেলা
মনের আলাপটুকু সেও কিগো খেলা
আমি যেন নেভা দীপ ব্যথা ভরা প্রাণ
তীর বেঁধা পাখি আর গাইবে না গান

(৬)

রাগ যে তোমার মিষ্টি—
রাগ যে তোমার মিষ্টি আরো
অনুরাগের চেয়ে
সাধ করে তাই তোমায় রাগাই
ওগো সোনার মেয়ে।
তাই বুঝি? রাগ যে তোমার মিষ্টি আরো—
রোদ ঝলমল আকাশ বল একটানা কি ভাল—
মন্দ তো নয় মাঝে মাঝে মেঘলা—মেঘলা
আকাশ কালো
তোমার সুরের মাঝে তাইতো উঠি
বেসুরো গান গেয়ে
ওগো সোনার মেয়ে
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে থাক্‌না কিছু অভাব
একটু খানি আড়ি আর সারাজীবন ভাব
আমার ভুবন তোমায় পেয়ে আনন্দে যায় ছেয়ে
আমার ভুবন তোমায় পেয়ে আনন্দে যায় ছেয়ে
ওগো সোনার মেয়ে

রাজকুমার মৈত্রের "মাধবীলতা" অবলম্বনে

চিত্রযুগের নিবেদন

পিতাপুত্র

প্রযোজনা : **শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র নান** পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য : **প্রণব রায় ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়** সংগীত পরিচালনায় : **পবিত্র চট্টোপাধ্যায়** সংগীত রচনা : **প্রণব রায়**

আলোক চিত্রশিল্পী : শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণে : অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সংগীত গ্রহণ ও পুণঃশব্দযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনা : হরিদাস মহালনবীশ ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : সুনীতি মিত্র ॥ প্রধান কর্ম্মসচিব : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : ৺শৈলেন গাঙ্গুলী ॥ দৃশ্য অঙ্কণে : বলরাম, নবকুমার ॥ স্থিরচিত্রে : এডনা লরেঞ্জ ॥ প্রচার : বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় ॥ কণ্ঠদানে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ প্রধান সহকারী পরিচালনা : **জগদীশ মণ্ডল**

হিসাব রক্ষক : ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ॥ প্রচার-শিল্পী : বারীণ গুপ্ত, সমর গাঙ্গুলী, এস. স্কোয়ার, রমেন মিত্র, সুশীল ব্যানার্জী, অনুপ কর্মকার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নান এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, এম, কে, সিং (পাটনা), আশালতা দে (কলিকাতা), অমূল্যধন দে (কলিকাতা)।

সহকারীগণ : পরিচালনায় : কাজল মজুমদার, উজল মজুমদার ॥ সংগীতে শৈলেশ রায় ॥ আলোক চিত্রে : জয় মিত্র ও বাউরীবন্ধু জানা ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল সংগীত ও পুণঃশব্দযোজনা : বলরাম বারুই ॥ সম্পাদনায় : অনিত মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দ্দেশ : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ ব্যবস্থাপনায় : অসিত বোস, হাবুল রায়, ঝণ্টু চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জায় : অনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাস ঘোষ, সুনীল শর্ম্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাঁহার, রাম দাস, রাম বিলাস ॥ দৃশ্য সজ্জা : সুবোধ দাস, ছেদীলাল শর্ম্মা, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, বৈজু সরদার ॥

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে গৃহীত ও মোহিনী তরফদারের তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটোরী হইতে পরিস্ফুটিত।

এই চিত্র নির্ম্মাণে নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ, নিউ রসা ইলেকট্রিক্, ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটর, সিনে ড্রেসার ইত্যাদি।

ভূমিকা লিপি : তনুজা, স্বরূপ দত্ত, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, তরুণ কুমার, জহর রায়, অনুপ কুমার, গঙ্গাপদ বোস, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্ত্তী, মাঃ মলয়, জগন্নাথ মোহান্ত, গৌর শী, মাণিক চৌধুরী, খগেন পাঠক, শক্তিকুমার, খগেশ চক্রবর্ত্তী, অমিয় কান্তি, অমিয় ব্যানার্জী, বিমল, হেমেন, কেষ্ট, ঝণ্টু, হাবুল, শৈলেন গাঙ্গুলী, স্বপন, রবীন, উজুল দাসু, অসিত, নিমাই।

ছায়াদেবী, অপর্ণা দেবী, বনানী চৌধুরী, আশা দেবী, গীতা দে, গীতা প্রধান, অঞ্জনা চক্রবর্ত্তী, বাসবী রায়, গীতা বিশ্বাস, শৈল দেবী, রমা, কাজল, কাবেরী, চিত্রিতা মণ্ডল, শান্তা দেবী ও **সুব্রতা চ্যাটার্জী।**

পরিবেশনা—**মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিমিটেড** ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত। ব্লক : ক্যালকাটা ব্লক হাউস (প্রাঃ লিঃ)

প্রফুল্ল রায়ের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস
'এখানে পিঞ্জর'
অবলম্বনে
কলামন্দিরের নিবেদন
?
শ্রেষ্ঠাংশে
উত্তমকুমার
পরিচালনা
যাত্রিক
একমাত্র পরিবেশক • মিতালী ফিল্মস প্রাঃ লিঃ